চিত্রকলা

মনিকা জাহান বোসের প্রদর্শনী
ডুবে যাওয়ার মাঝে ভালবাসা

কুদরত-ই-মওলা

ভাষার প্রধান কাজ যোগাযোগ, হোক তা বিজ্ঞানের বা চারুকলার। যোগাযোগের প্রধান কাজটি যে যত সহজভাবে করতে পারে তার বিষয়বস্তু বা বক্তব্য পাঠক বা দর্শকের কাছে তত সহজে পৌঁছে যায়। এমনই এক সাধারণের সহজবোধ্য চিত্রকর্ম নিয়ে ঢাকায় হাজির হয়েছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও স্থায়ী প্রবাসী তরুণ বাঙালী শিল্পী মনিকা জাহান বোস। তাঁর চিত্রকর্মে এসেছে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মোটিফ -- সঙ্গত কারণেই বাঙালী সংস্কৃতির পরিচয়বাহী বিষয়গুলো মোটিফ আকারে বর্ণিলভাবে স্থান করে নিয়েছে, কখনও মূলে ফিরে যাওয়ার নস্টালজিয়া থেকে কখনওবা সমকালীন পশ্চিমা 'ভ্যালেন্টাইন-ডে'র বিবৃতি-- এখানে নানা মোটিফের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নিজস্ব মতামত ও পর্যবেক্ষণ। সচেতন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে, গ্লোবাল-ওয়ার্মিং তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। একারণে, তাঁর এবারের আয়োজনে পানি সিরিজের বেশ কটি শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জল-৩ (ভাসমান বিশ্ব), জল-৪ (দুর্গা), জল-৫ (কালি) ও জল-১৭ (আগুনমুখা)। এছাড়া, শিল্পী মনিকা জাহান বোসের বর্তমান প্রদর্শনীতে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে নির্বাচন, বাংলাদেশ ও আমেরিকার। এসব কিছু মিলিয়ে তার অভিব্যক্তি হলো, বাংলাদেশের মতো উদ্ভূত বিশ্বেও, নানা ধরনের তথ্য, বন্ধ, অরাজকতা, অনিয়মের মধ্যে

চিত্রকলার ধারাবাহিকতায়। সেই সঙ্গে, বাঙালীপনার প্রতি ঝোঁক থেকেই [illegible] সাজানো তাঁর প্রদর্শনীতে শোভা পায় আলনা, যাতে রয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শাড়ি, ব্লাউজ, চাদর ইত্যাদি। শিল্পী, এতেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি বলেই, সাধারণ দর্শকদের সঙ্গে মিতালি করতে ছবি আঁকার ধরন হিসেবে লোকজ ধারার অনুসরণ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'স্বভাবিক গতিতেই এটা এসেছে'। মূলে ফিরে আসতে গিয়ে, কিম্বা স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তাঁর প্রদর্শনীতে চিত্রিত হয়েছে দেশভাগের কথা, ভাষা আন্দোলন, বয়স্ক ও নারী শিক্ষা, ধর্মীয় চিন্তা চেতনা। পাশাপাশি, সংকুলান করেছেন পশ্চিমা সংস্কৃতির আমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। এর মধ্যেও চলছে যোগাযোগ, ভালবাসার টানে মূলত। সবশেষে মনে হয়, একজন বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে তিনি ঐশ্বরিক শক্তির আশায়, অপেক্ষায় আছেন, যিনি যতরকম অনিয়ম দূর করতে সাহায্য করবেন, সমগ্র জগতকে যাবতীয় অনিয়ম থেকে পরিত্রাণ দেবেন সেজন্যই বোধ হয় মা-দুর্গা, মা-কালি এবং ঈশ্বরকে স্মরণ করেছেন কখনও সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে, কখনোবা দর্শনসমৃদ্ধ বাংলা বর্ণমালার মোড়কে তার এই প্রদর্শনীতে। তবে, কমবেশি তার প্রতিটি চিত্রকর্ম সহজে দর্শকের দৃষ্টি কাড়ে, বুঝে নিতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না তার ছবির বিষয়বস্তু।